



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র (৩য় খন্ড)/২০১১/১০৯

তারিখঃ ০১ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ জুলাই ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৬৯৩তম কমিশন সভা অদ্য ১৬/০৭/২০১৯ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

১. Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 এর সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত খসড়া এর উপর প্রাপ্ত জনমত জরিপের মতামত/ পরামর্শ পর্যালোচনা করে সভায় Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 তে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়:

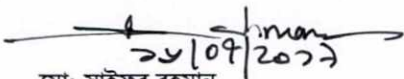
- (১) আইপিওতে যোগ্য বিনিয়োগকারী (Eligible Investors or EI) হিসাবে কোটা সুবিধা গ্রহণ করতে হলে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট অংকের সেকেন্ডারী মার্কেটে বিনিয়োগ থাকতে হবে। এই বিনিয়োগ না থাকলে কোন যোগ্য বিনিয়োগকারী তাদের জন্য সংরক্ষিত শেয়ারের কোটা সুবিধা পাবেন না। সেকেন্ডারী মার্কেটে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কত হবে তা কমিশন প্রত্যেক পাবলিক ইস্যুর সম্মতি পত্রে উল্লেখ করবে।
- (২) পূর্বের ইস্যুকৃত মূলধনের ৮০% ব্যবহার না করে পাবলিক ইস্যুর প্রস্তাব করা যাবে না।
- (৩) স্থির মূল্য (Fixed Price) পদ্ধতিতে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে পাবলিক ইস্যুর পরিমাণ কমপক্ষে ৩০.০০ (ত্রিশ) কোটি টাকা অথবা ইস্যুয়ারের পরিশোধিত মূলধনের ১০% যা বেশি সে পরিমাণ হতে হবে। তবে ইস্যু পরবর্তী মূলধন কমপক্ষে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা হবে।
- (৪) স্থির মূল্য পদ্ধতিতে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে ইস্যুয়ার কোম্পানীর এক বছরের পজেটিভ নেট অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোর শর্তটি বাতিল করা হলো।
- (৫) বুকবিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে উত্তোলিত মূলধনের পরিমাণ কমপক্ষে ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা হবে।
- (৬) বুকবিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে যোগ্য বিনিয়োগকারীর শেয়ারের কোটা বিডিং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বিক্রি না হলে সে ইস্যু বাতিল হয়ে যাবে।
- (৭) স্টক এক্সচেঞ্জ পাবলিক ইস্যুর তালিকাভুক্তির আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পাবলিক ইস্যু রুলস বা সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটিজ আইন অথবা আর্থিক প্রতিবেদনের মানের ব্যত্যয়, যদি থাকে, উল্লেখপূর্বক তাদের পর্যবেক্ষণ (Observation) কমিশনে প্রেরণ করবে। এই সময়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ প্রদান না করলে ধরে নেয়া হবে যে স্টক এক্সচেঞ্জের এ বিষয়ে কোন পর্যবেক্ষণ নেই।
- (৮) বুকবিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এর সময় কোন তথ্য প্রদর্শন করা যাবে না।
- (৯) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ যোগ্য বিনিয়োগকারীদের তাদের বিডের ১০০% মূল্য যে এক্সচেঞ্জ বিডিং পরিচালনা করছে সেই এক্সচেঞ্জে জমা দিতে হবে।
- (১০) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ বিডাররা যে মূল্যে এবং যে পরিমাণ শেয়ার বিড করবেন সেই মূল্যেই সেই পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করতে হবে।
- (১১) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ শেয়ারের বন্টনের সর্বোচ্চ মূল্যন্তর থেকে শুরু হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা নিচের দিকে আসবে। যে মূল্যে শেয়ার শেষ বন্টন হবে তা প্রান্ত-সীমা মূল্য (Cut-off price) হিসাবে গণ্য হবে এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সেই মূল্য থেকে ১০% কমে শেয়ার ক্রয় করবেন।
- (১২) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ যদি প্রান্ত-সীমা মূল্য একাধিক বিডারের বিড থাকে সেক্ষেত্রে যে বিডার আগে বিড দাখিল করেছেন তাকে প্রথমে শেয়ার প্রদান করা হবে।
- (১৩) বিডিং এর চূড়ান্ত ফল, মূল্য ও বরাদ্দকৃত শেয়ারের সংখ্যাসহ যারা শেয়ার পেয়েছেন তাদের ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে এবং একই সাথে ইস্যুয়ার, ইস্যু ম্যানেজার এবং এক্সচেঞ্জের ওয়েব সাইটে তা প্রকাশ করা হবে।
- (১৪) অকৃতকার্য বিডারের টাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বিডারকে ফেরত দিবে।
- (১৫) কৃতকার্য বিডারের টাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ইস্যুয়ারের ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করবে।
- (১৬) বিডিং এর পর খসড়া প্রসপেক্টাস এবং সকল কাগজপত্র প্রাপ্ত সাপেক্ষে কমিশন সাধারণ জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রির অনুমোদন প্রদান করবে।
- (১৭) স্থির মূল্যে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে যোগ্য বিনিয়োগকারীর কোটা ৪০% থেকে কমে ৩০% হবে এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীর কোটা (এনআরবি ব্যতিত) ৪০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০% হবে।
- (১৮) স্থির মূল্য পদ্ধতিতে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে আবেদন সম্মিলিতভাবে গণ-প্রস্তাবের ৬৫% এর কম হলে ইস্যু বাতিল হয়ে যাবে এবং আবেদন সম্মিলিতভাবে গণ-প্রস্তাবের ৬৫% অথবা তার বেশি হলে কিন্তু ১০০% এর কম হলে বাকী শেয়ার আভার রাইটার গ্রহণ করবে।



বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

- (১৯) বুক বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে যোগ্য বিনিয়োগকারীর কোটা ৬০% থেকে হ্রাস পেয়ে ৫০% এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীর কোটা ৩০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০% হবে।
 - (২০) কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ শেয়ারের (পাবলিক ইস্যুর সম্মতি প্রদানের সময় ধারণকৃত) উপর লক-ইন এক্সচেঞ্জে লেনদেন শুরু হওয়ার দিন থেকে নিম্নোক্তভাবে গণনা করা হবেঃ
 - (ক) কোম্পানীর উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং ১০% অথবা তার বেশি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের উপর লক-ইন ০৩ (তিন) বছর।
 - (খ) কোম্পানীর উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং ১০% অথবা তার বেশি শেয়ারহোল্ডারদের হস্তান্তরকৃত শেয়ারের উপর লক-ইন ০৩ (তিন) বছর।
 - (গ) চার বছর বা তার পূর্বে শেয়ার বন্টনের মাধ্যমে প্রাপ্ত শেয়ারের উপর লক-ইন ০১ (এক) বছর।
 - (ঘ) অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ারের উপর লক-ইন ০১ (এক) বছর।
 - (ঙ) উপরোক্ত শেয়ার ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে শেয়ারের লক-ইন ০২ (দুই) বছর।
 - (২১) পাবলিক ইস্যুর আবেদনের সময় ইস্যুয়ারকে পূর্বে নগদে উত্তোলিত মূলধনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের অথবা নিরীক্ষকের সনদ এবং ব্যাংক বিবরণী দাখিল করতে হবে।
 - (২২) পাবলিক ইস্যুর আবেদনের সময়ে ইস্যুয়ারকে পূর্বে নগদে ব্যতিত উত্তোলিত মূলধনের ক্ষেত্রে যৌথ মূলধনী কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের প্রত্যায়িত বিক্রয় চুক্তি (Certified Vendor's Agreement) এবং সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত স্বত্ব দলিল কমিশনে জমা দিতে হবে।
২. প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (IPO) এবং তালিকাভুক্ত ব্যতিত অন্য সকল কোম্পানী ইকুইটি শেয়ারের মাধ্যমে মূলধনের ইস্যুর ক্ষেত্রে কমিশনের কোন সম্মতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে ইতোপূর্বে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত নতুন প্রজ্ঞাপন ইস্যু করা হয়েছে এবং পূর্বে জারিকৃত ০৯টি প্রজ্ঞাপন/আদেশ বাতিল করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের Order No.- SEC/CFD/2001/Admin/02-03, dated: 04 October, 2001 এর কার্যকারিতা না থাকার ফলে আজকের সভায় এ আদেশটিও বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৩. সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ৯(গ) এ উল্লিখিত বে-মেয়াদী ফান্ডের উদ্যোক্তার লক-ইন এবং বিধি ৬৬ এ উল্লিখিত মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:
- (ক) লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে রি-ইনভেস্টমেন্ট ইউনিট (RIU) পদ্ধতি এখন থেকে বাতিল করা হল। ফলে বে-মেয়াদী এবং মেয়াদী উভয় ধরনের ফান্ডের ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র নগদ লভ্যাংশ প্রদান করা যাবে; এবং
 - (খ) বে-মেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে মেয়াদী ফান্ডের মত উদ্যোক্তার অংশ ফান্ড গঠনের তারিখ থেকে ০১ (এক) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ এবং তৎপরবর্তীতে উক্ত ধারণকৃত অংশের অন্তত: ১০ (দশ) শতাংশ উদ্যোক্তা কর্তৃক ফান্ডের অবসায়ন পর্যন্ত সার্বক্ষণিক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এর ফলে মেয়াদী ও বেমেয়াদী ফান্ডের ক্ষেত্রে যে ভিন্নতা ছিল তা দূরীভূত হবে।
৪. সভায় কমিশন বে-মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ড Capitec Popular Life Unit Fund এর খসড়া প্রসপেক্টাস অনুমোদন প্রদান করেছে। ফান্ডটির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২৫ কোটি টাকা। ফান্ডটির উদ্যোক্তার অংশ ৫ কোটি টাকা এবং সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০ কোটি টাকা যা ইউনিট বিক্রয়ের মাধ্যমে উত্তোলন করা হবে। ফান্ডটির ইউনিট প্রতি অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। ফান্ডটির উদ্যোক্তা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কো: লি: এবং সম্পদ ব্যবস্থাপক ক্যাপিটেক এ্যাসেট ম্যানেজম্যান্ট লি:। এছাড়াও ফান্ডটির ট্রাস্টি এবং কাস্টডিয়ান হিসেবে কাজ করছে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
৫. ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এর ৫০০ কোটি টাকার Non-convertible Subordinated Bond এর প্রস্তাব কমিশন অদ্যকার সভায় অনুমোদন করেছে, যার মেয়াদ হবে ০৭ বছর। এই বন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Non-convertible, Unlisted, Fully Redeemable, Floating Rated, Subordinated Bond। বন্ডটি ০৭ বছরে পূর্ণ অবসায়ন হবে যা শুধুমাত্র স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী, কর্পোরেট বডি এবং যোগ্য বিনিয়োগকারীগণের মধ্যে প্রাইভেট প্রেসমেন্টের মাধ্যমে ইস্যু করা হবে। উল্লেখ্য, এই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ উত্তোলন করে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড কোম্পানীর Tier-II মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করবে। এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা। এই বন্ডের ম্যানডেটেড লিড আয়রেঞ্জার এবং ট্রাস্টি হিসাবে যথাক্রমে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এবং গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ কাজ করছে।


মো: সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।